২য় অনুরোধ পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা
www.tmed.gov.bd

নং-৫৭.০০.০০০০.০৬৬.০১.১০৪.১৬-৮৩

০৮ চৈত্র, ১৪২৬
তারিখ: ২২ মার্চ, ২০২০

বিষয়: রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া দারুছালাম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা-এর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাবের উপর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত।

সূত্র: (১) মাউশি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর – ৯এ/৫৩৪/অডিট/২০১৫/৬০৭, তারিখ: ০২/০৫/২০১৬ খ্রি:।
(২) ডিআই এ/রাজবাড়ী/২৩০১-এম/ঢাকা:৬৬৮, তারিখ: ২৫/০৮/২০১৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া দারুছালাম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা মাদ্রাসাটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক ১৫/০৩/২০১২ খ্রি: তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে ব্রডশিটে গত ২৩/০২/২০১৭ তারিখের পত্রে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে অতিরিক্ত গৃহীত টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের পরীক্ষিত কপি পত্র প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি তা পাওয়া যায়নি।

ক্র:নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
১৫। ১.	(ক) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য: (১) জনাব মো: মুরাদুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৫৩১৬০) ২১/১১/৮৪ তারিখে জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। তিনি ৮৭ সনে ফাজিল এবং ৯৮ সনে কামিল পাশ করেন। তিনি ২০/০৯/৯৯ তারিখে সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন। সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভের জন্য জুনিয়র মৌলভী পদের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া তিনি ১৯৯৮ সনের পূর্বে কামিল পাশ ছিলেন না। সুপার পদে নিয়োগকালে তাঁর গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিলনা। ফলে তাঁর নিয়োগ প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে তিনি ২০/০৯/৯৯ থেকে ৩৪০০/- টাকা এবং ২০/০৯/২০০৯ থেকে ১১০০০/- টাকার স্কেলে সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। ২০/০৯/৯৯ থেকে ১৯/০৯/২০০৯ পযন্ত ৪৩০০/৬৮০০/১১০০০/- টাকা স্কেল গ্রহণ করায় প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গৃহীত ১,৫২,৫৯২/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	জনাব মো: মুরাদুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-০৫৩১৬০) ২১/১১/৮৪ তারিখে জুনিয়র মৌলভী পদে যোগদান করেন। পরিদশন ও নিরীক্ষাকারী কমকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য ও সুপারিশ (ঝ) (১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি ৯৮ সনে কামিল পাশ করেন।" তার কামিল পাশ করা সম্পর্কে পরিদশন ও নিরীক্ষাকারী কমকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য ভ্রমাত্মক। কারণ জনাব মুরাদ ১৯৯১ সালে কামিল পাশ করেন। জনাব মুরাদুল ইসলামের ৯৮ সালে কামিল পাশ করেন মর্মে পরিদশন ও নিরীক্ষাকারী কমকর্তাদের মন্তব্য ভুল এবং সঠিক নয়। তিনি ২০/০৯/৯৯ তারিখে সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন। তার নিয়োগ ও যোগদানকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালায় বর্ণিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান রাখা হয়। অর্থাৎ ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত স্থগিত করে আগের অবস্থায় বিদ্যমান রাখা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬/০১/১৯৯৬ তারিখে জারিকৃত শা:১১/বিবিধ-৫/৯৪/১২ স্মারকের পরিপত্রে। জনাব মুরাদুল ইসলামের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ ও যোগদানকালে ২৪/১০/৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত কার্যকর ছিলনা। কার্যকর ছিল ০১/০১/১৯৮২ তারিখের ১৪০০-ম স্মারক নম্বরে জারিকৃত নীতিমালা। ০১/০১/১৯৮২ তারিখে জারিকৃত নীতিমালায় দাখিল মাদ্রাসার সুপার পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞাতা নিম্নরূপ:	সুপার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবেচনা করা যেতে পারে।	বর্ণিত মাদ্রাসা প্রধানের জবাব এবং উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে প্রতিয়মান হয় যে, সুপার জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের উপর আরোপিত আপত্তি থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন।	DEO এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিস্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে DIA এর আপত্তিটি কি সঠিক ছিলনা? কোন বিধানের আলোকে জনাব মো: মুরাদুল ইসলামকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তার সঠিকতা নিরূপণ করে আগামী ১২/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে BSR TM ED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/২

<table>
<tr><td>ক্র:নং</td><td>DIA এর আপত্তি</td><td>প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব</td><td>DEO এর জবাব</td><td>DG, DME এর সুপারিশ</td><td>TMED এর নির্দেশনা</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>পদবী</th><th>শিক্ষাগত যোগ্যতা</th><th>অভিজ্ঞতা</th><th>প্রাপ্য স্কেল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>সুপার, দাখিল মাদ্রাসা</td><td>২য় শ্রেণীর কামিল ডিগ্রী অথবা উহার সমতুল্য ডিগ্রী অথবা আরবী বা ইসলামিক স্টাডিজে ২য় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রী</td><td>যে কোন মাদ্রাসায় ৫ বছরের শিক্ষকতার/ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা</td><td>৭৫০.০০-১৪৭০.০০</td><td>১/১/৮২ এর পূর্বে ১০ বছরে এই স্কেল দেয়া হয়েছে।</td></tr>
</table>
</td><td></td><td>ঐ</td><td>পূর্ব পৃষ্ঠার অনুরূপ</td></tr>
<tr><td>ক্র:নং</td><td>DIA এর আপত্তি</td><td>প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব</td><td>DEO এর জবাব</td><td>DG, DME এর সুপারিশ</td><td>TMED এর নির্দেশনা</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের সুপার পদে নিয়োগ ও যোগদানকালে বলবৎ ০১/০১/১৯৮২ তারিখে জারিকৃত নীতিমালার শর্ত অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ছিল।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য ও সুপারিশ (ঝ)(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, 'সুপারিনেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভের জন্য জুনিয়র মৌলভী পদের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়।" ১৯৯৯ সালে জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের নিয়োগ ও যোগদানকালে বলবৎ ০১/০১/১৯৮২ সালের নীতিমালায় জুনিয়র মৌলভী পদের অভিজ্ঞতা সুপার পদে নিয়োগ লাভের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এমন সরকারি নির্দেশনা নেই।

জনাব মুরাদুল ইসলামের নিয়োগ ও যোগদানকালে ০১/০১/১৯৮২ সালে জারিকৃত নীতিমালায় বলবৎ অভিজ্ঞতার শর্ত মোতাবেক তিনি সুপার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। 'তাছাড়া তিনি ১৯৯৮ সনের পূর্বে কামিল পাশ ছিলেন না" মর্মে পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয় মন্তব্য সুপারিশে উল্লেখ করেন। পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য শুদ্ধ নয়। জনাব মো: মুরাদুল ইলাম ১৯৯১ সালে কামিল পাশ করেন।

সুপার পদে নিয়োগ ও যোগদানকালে জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের ঐ সময়ের প্রযোজ্য এবং গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিল। ফলে জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের সুপার পদে নিয়োগ সংগত কারণে বিধিসম্মত এবং বৈধ।

মাদ্রাসার সুপার জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের সুপার পদে নিয়োগের সমুদয় কাগজপত্র/রেকর্ড পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে ঐগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং তার নিয়োগ বিধিসম্মত হওয়ায় এমপিওভুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে ২০/০৯/১৯৯৯ থেকে প্রাপ্য স্কেলে এমপিওভুক্ত করত: বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। তৎকর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে তৎকর্তৃক গৃহিত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ফেরত হবে না।

উল্লেখ্য যে, ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত নীতিমালা কার্যকর হওয়ার আগে বলবৎ বিধি-বিধান, নীতিমালা অনুযায়ী এ মাদ্রাসায় জনাব মো: মুরাদুল ইসলাম সুপার পদে নিয়োজিত হন, কর্মরত থাকেন ও বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন, বিধায় তার বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে মর্মে সরকারি নির্দেশনা তৎকালে বিদ্যমান ছিল।
</td><td></td><td>ঐ</td><td>ঐ</td></tr>
</table>

চলমান পাতা/৩

ক্র:নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
		শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র নির্দেশিকার ২৬(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী সুপার জনাব মো: মুরাদুল ইসলামের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের প্রতিবেদনের (ঝ)(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মন্তব্য সমূহ ভুল এবং সঠিক নয়। বর্ণিত মন্তব্য সমূহ সরকারের জারিকৃত নীতিমালার বিধি-বিধানের এবং নির্দেশনার বিপরীত। যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রতিবেদনে বর্ণিত এহেন ভুল, বেঠিক এবং সরকারি বিধি-বিধান বহির্ভূত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।		ঐ	পূর্ব পৃষ্ঠার অনুরূপ
১৫। ২.	(২) জনাব মো: বিল্লাল (ইনডেক্স নং-৩৩৫০৮৭) ১/০৭/৯২ তারিখে এবতেদায়ী ক্বারী পদে যোগদান করেন। তিনি ২০/০৯/৯৯ তারিখে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন। সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভের জন্য এবতেদায়ী ক্বারী পদের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়। সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগকালে তাঁর গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে তাঁর নিয়োগ প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না থাকায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে তিনি ২০/০৯/৯৯ থেকে ১৯/০৯/২০০৪ পযন্ত ২৫৫০/- টাকার স্থলে ৩৪০০/- টাকা এবং ০১/০৭/০৯ থেকে ০৩/০২/২০১০ পর্যন্ত প্রাপ্য ৮০০০/- টাকার স্থলে ১১০০০/- টাকার স্কেল গ্রহণ করায় প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গৃহীত মোট ৭১,৫৫২/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের (ইনডেক্স নং-৩৩৫০৮৭) ১/০৭/৯২ তারিখে এবতেদায়ী ক্বারী পদে যোগদান করেন। তিনি ২০/০৯/৯৯ তারিখে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন। পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য ও সুপারি (ঝ)(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভের জন্য এবতেদায়ী ক্বারী পদের অভিজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য নয়। জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের সুপার পদে সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ ও যোগদানকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালায় বর্ণিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত পূর্ববৎ অবস্থায় বিদ্যমান রাখা হয়। অর্থাৎ ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত স্থগিত করে আগের অবস্থায় বিদ্যমান রাখা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬/০১/১৯৯৬ তারিখে জারিকৃত শা:১১/বিবিধ-৫/৯৪/১২ স্মারক পত্রের পরিপত্রে। জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ ও যোগদানকালে ২৪/১০/৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালায় বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত কার্যকর ছিলনা। এবতেদায়ী ক্বারী পদের অভিজ্ঞতা সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ লাভের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এমন সরকারি নির্দেশনা জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের নিয়োগ ও যোগদানকালে নেই। ফলে মন্তব্য ও সুপারিশে বর্ণিত এবতেদায়ী ক্বারী পদের অভিজ্ঞতা সহকারী সুপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে উত্থাপি আপত্তি শুদ্ধ নয়। ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালায় দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ:	সুপার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবেচনা করা যেতে পারে।	বর্ণিত মাদ্রাসা প্রধানের জবাব এবং উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে প্রতিয়মান হয় যে, সহকারী সুপার জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের উপর আরোপিত আপত্তি থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন।	DEO এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিস্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে DIA এর আপত্তিটি কি সঠিক ছিলনা? কোন বিধানের আলোকে সহকারী সুপার জনাব মো: বিল্লাল হোসেনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তার সঠিকতা নিরূপণ করে আগামী ১২/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে BSR TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/৪

<table>
<tr><td>ক্র:নং</td><td>DIA এর আপত্তি</td><td>প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব</td><td>DEO এর জবাব</td><td>DG, DME এর সুপারিশ</td><td>TMED এর নির্দেশনা</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>পদবী</td><td>নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (ন্যূনতম)</td><td>অভিজ্ঞতা</td><td>বেতন স্কেল</td><td>মন্তব্য</td></tr>
<tr><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট</td><td>সরাসরি /পদোন্নতি কামিল ২য় শ্রেণীসহ সকল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণি/বিভাগ থাকিতে হইবে।</td><td>দাখিল মাদ্রাসায় কমপক্ষে ০৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা</td><td>২৩০০-৪৪৮০/-</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td><td>ঐ</td><td>পূর্ব পৃষ্ঠার অনুরূপ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>তদানুযায়ী জনাব মো: বিল্লাল হোসেন এর সহকারী সুপার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ছিল।

সহকারী সুপার পদে নিয়োগকালে জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিল। জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের সহকারী সুপার পদে নিয়োগ বিধিসম্মত এবং বৈধ।

মাদ্রাসার সহকারী সুপার জনাব মো: বিল্লাল হোসেন সহকারী সুপার পদে নিয়োগের সমুদয় কাগজপত্র/রেকর্ড পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে ঐগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং তার নিয়োগ বিধিসম্মত হওয়ায় এমপিওভুক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাকে ২০/০৯/১৯৯৯ থেকে প্রাপ্য স্কেলে এমপিওভুক্ত করত: বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান করেন। যা যথাযথ এবং সঠিক। তৎকর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে তৎকর্তৃক গৃহিত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ফেরত হবে না।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র ও নির্দেশিকার ২৬(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী সহকারী সুপার জনাব মো: বিল্লাল হোসেনের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহ থাকবে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের প্রতিবেদনের (ঝ)(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মন্তব্য সমূহ ভুল এবং সঠিক নয়। বর্ণিত মন্তব্য সমূহ সরকারের জারিকৃত নীতিমালার বিধি-বিধানের এবং নির্দেশনার বিপরীত। যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রতিবেদনে বর্ণিত এহেন ভুল, বেঠিক এবং সরকারি বিধি-বিধান বহির্ভূত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।</td><td></td><td>ঐ</td><td>ঐ</td></tr>
</table>

চলমান পাতা/৫

ক্র:নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
	(৩) জনাব এ কে এম আজাদ (ইনডেক্স নং-৩৩৮৬২৫) সহ: শিক্ষক (শরীরচচা) ২০/৯/৯৯ তারিখ প্রতিষ্ঠানটিতে যোগদান করেন কিন্তু তার বিপিএড সনদ ইস্যু করা হয় ০৩/০৬/০৩ তারিখে। অথাৎ নিয়োগকালীন সময়ে তিনিবিপিএড পাস ছিলেন না। তাই তাঁর চাকুরি নিয়োগবিধি সম্মত নয়। তিনি সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য নন। সরকারি বেতন-ভাতা বাবদ গৃহীত ৭,১০,২৯৩/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	জনাব এ কে এম আজাদ (ইনডেক্স নং-৩৩৮৬২৫) সহ: শিক্ষক(শরীরচচা) ০৩ বছরের মধ্যে বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার শর্তে ১৫০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও মাদ্রাসা) নিয়োগকৃত শরীরচর্চা শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইস-এর সমন্বয়ে গত ২৬/০৭/১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সর্ব সম্মতিক্রমে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদ্ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ২৯/০৭/১৯৯৯ তারিখে ওএম-৭০বি/৯৭/৭১৫২/১০০/ বিশেষ নং-পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং-১৩ দ্রষ্টব্য। 'শরীরচর্চা শিক্ষক (বি,পি-এড ব্যতীত) ২৫৫০/- টাকা বেতন স্কেলে এমপিওভুক্ত করা যাবে। তবে যোগদানের তারিখ হতে ০২(দুই) বছরের মধ্যে বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এই অঙ্গীগার পত্রের (১৫০/-টাকার স্ট্যাম্প) ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইস-এর সমন্বয়ে গত ০৯/১২/১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদ্ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৪/১২/১৯৯৯ তারিখের ওএম-৭০/বিশেষ/৯৭/১৮৮২৫/৬৭ এর বিশেষ নং-পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং-৩ দ্রষ্টব্য। 'বিপিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক না পাওয়া গেলে স্নাতক পাশ শিক্ষক দুই বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের শর্তে ১৫০/-টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।" গত ১৩/০৮/২০০১ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২৪/১০/১৯৯৫ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা জারির পরে উপোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত এবং কার্যকর হয়। উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ অনুযায়ী শরীরচর্চা শিক্ষক হিসাবে জনাব একেএম আজাদ এর নিয়োগ বৈধ। বিপিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তাকে নিম্নতর স্কেলে অর্থাৎ ২৫৫০/- টাকার স্কেলে এমপিওভুক্ত করত: সরকারি বেতন ভাতাদি প্রদান যথাযথ ও সঠিক। জনাব একেএম আজাদ ২০০২ সালে বিপিএড পাশ করেন।	সুপার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবেচনা করা যেতে পারে।	বর্ণিত মাদ্রাসা প্রধানের জবাব এবং উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পযালোচরা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, সহ:শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব এ কে এম আজাদ উপর আরোপিত আপত্তি থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন।	DEO এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিস্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে DIA এর আপত্তিটি কি সঠিক ছিলনা? কোন বিধানের আলোকে সহ:শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব এ কে এম আজাদ কে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তার সঠিকতা নিরূপণ করে আগামী ১২/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে BSR TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/৬

ক্র: নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
		মন্তব্য/সুপারিশে বর্ণিত আপত্তি সরকারি সিদ্ধান্ত সমূহের বিপরীত হয়েছে। মন্তব্য ও সুপারিশে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট শরীরচর্চা শিক্ষক জনাব এ কে এম আজাদ কর্তৃক বেতন ভাতাদি গৃহিত টাকা ফেরত হবে না। ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিত্র নির্দেশিকার ২৬(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী শরীরচর্চা শিক্ষক জনাব এ কে এম আজাদ এর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।		ঐ	পূর্ব পৃষ্ঠার অনুরূপ
	(৪) জনাব মো: আ: রাজ্জাক (ইনডেক্স নং-২০১৫৬৩০) এবতেদায়ী ক্বারী পদে ০১/০২/০৫ তারিখে যোগদান করেন। তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত ০৩/০৪/২০০৪ তারিখে ১৪/০৪ নং- অধিবেশনের রেজুলেশন পর্যালোচনায় দেখা রেজুলেশনের আলোচ্য বিষয়ের ২ নং ক্রমিকে নিম্নরূপ লেখা আছে: "মাদ্রাসার ক্বারী শিক্ষক তাদের আবেদনপত্র বাছাই এবং নিয়োগ বোড গঠন ও নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ" ০৩/০৪/০৪ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি স্বাক্ষরিত রেজুলেশনে বিজ্ঞাপন দেয়ার সিদ্ধান্ত ও আবেদনপত্র যাচাই বাছাইয়ের সিদ্ধান নেয়া আছে কিন্তু ১৪/০৪/ নং- অধিবেশনের রেজ্যুলেশনে ২নং ক্রমিকের আলোচনা মোতাবেক কোন নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয় নাই। ফলে তাঁর নিয়োগ বিধি সম্মত নয়। তিনি সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য নন। তৎকর্তৃক সরকারি বেতন ভাতা বাবদ গৃহীত ৩,১৬,৭৮০/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য।	ক্বারী শিক্ষক জনাব মো: আ: রাজ্জাক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়নি মর্মে মন্তব্য ও সুপারিশ (ঝ)(৪) অনুচ্ছেদে পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয় উল্লেখ করেন। পরিদর্শন ও নিরীক্ষাকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য ভুল এবং সঠিক নয়। কারণ জনাব মো: আ: রাজ্জাককে নিয়োগকালে নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ক্বারী শিক্ষক জনাব মো: আ: রাজ্জাক কর্তৃক গৃহীত বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ফেরত হবে না। তিনি ০১/০২/২০০৫ তারিখে যোগদান করেন। ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র নির্দেশিকার ২৬(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী তার বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। প্রতিবেদনে বর্ণিত এহেন ভুল এবং বেঠিক। আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।	সুপার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবেচনা করা যেতে পারে।	বর্ণিত মাদ্রাসা প্রধানের জবাব এবং উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, ক্বারী শিক্ষক জনাব মো: আ: রাজ্জাক এর উপর আরোপিত আপত্তি থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন।	DEO এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিস্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে DIA এর আপত্তিটি কি সঠিক ছিলনা? কোন বিধানের আলোকে জনাব মো: আ: রাজ্জাককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তার সঠিকতা নিরূপণ করে আগামী ১২/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে BSR TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

চলমান পাতা/৭

ক্র:নং	DIA এর আপত্তি	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাব	DEO এর জবাব	DG, DME এর সুপারিশ	TMED এর নির্দেশনা
	(ঠ) শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য: (২) জনাব মো: জিয়াউর রহমান, (ইনডেক্স নং-২০০৩৫) সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এর কম্পিউটার সনদটি যাচাইয়ে দেখা যায় সনদটি নেকটার কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সনদটি ভূয়া/জাল হওয়ায় তার নিয়োগ বিধি সম্মত নয়। তিনি সরকারি বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য নন। তৎকর্তৃক সরকারি বেতন-ভাতাদি বাবদ ১৫/০৩/১২ পর্যন্ত গৃহীত ৬,০১,৯২১/- টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। তৎপরবর্তী গৃহীত সরকারি বেতন-ভাতাও ফেরৎযোগ্য হবে। ভূয়া সনদের মাধ্যমে চাকুরি গ্রহণ করায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার), জনাব মো: জিয়াউর রহমান এর কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সনদপত্র যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে অর্জিত। উক্ত সনদপত্রটি ভূয়া/জাল নয়। তৎকর্তৃক গৃহীত বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ ফেরত হবে না। সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার), জনাব মো: জিয়াউর রহমান, (ইনডেক্স নং-২০০৩৫) ০১/১২/২০০৩ তারিখে যোগদান করেন। ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র নির্দেশিকার ২৬(ক) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী তার বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। মন্তব্য ও সুপারিশে উত্থাপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অনুরোধ করেছেন।	সুপার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিবেচনা করা যেতে পারে।	বর্ণিত মাদ্রাসা প্রধানের জবাব এবং উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার), জনাব মো: জিয়াউর রহমান ২০০২ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত পদে চাকুরি গ্রহণ করায় এবং বর্ণিত সনদটি যাচাই প্রতিবেদন ইতিবাচক হওয়ায় তাঁর উপর আরোপিত আপত্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে।	DEO এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের জবাবে DG, DME কর্তৃক আপত্তিটি নিস্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে DIA এর আপত্তিটি কি সঠিক ছিলনা? কোন আইন/বিধি/সার্কুলার মোতাবেক জনাব মো: জিয়াউর রহমান, সহ: শিক্ষক (কম্পিউটার) কে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাহলে পূর্বে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার শিক্ষকদের ভূয়া সনদের জন্য কেন তাদের বেতন বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়া হয়। তার সঠিকতা নিরূপণ করে আগামী ১২/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে বিএসআর TMED-তে প্রেরণের জন্য DG, DME-কে অনুরোধ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে ডিআইএ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিতে অতিরিক্ত গৃহীত টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের পরীক্ষিত কপি পত্র প্রাপ্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন: ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
লেভেল-৩,৩৭/৩/এ, ইসকাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

চলমান পাতা/৮

নং-৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০৩৮.২০২০-৮৩

তারিখ: ০৮ চৈত্র, ১৪২৬ / ২২ মার্চ,২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১। পরিচালক,পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ঢাকা। (পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রতিবেদনগুলো Prototype অর্থাৎ গদবাধা পরিদর্শন হচ্ছে। মানসমপন্ন পরিদর্শন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। সচিব, মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

৬। জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজবাড়ী ।

৭। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী ।

৮। সভাপতি/ব্যবস্থাপনা কমিটি, তেঁতুলিয়া দারুছালাম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী (উপরিউক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সুপারকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে এবং অন্যান্য সদস্যগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

৯। সুপার. তেঁতুলিয়া দারুছালাম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী ।

১০। অতিরিক্ত সচিব, (অডিট ও আইন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১১-১২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২২.০৩.২০

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন: ৯৫৭৫২৭২